Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.56-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক: কিছু দার্শনিক প্রশ্ন ও বিচার

সঙ্গীতা দে সরকার
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত
ড. মৃণাল কান্তি সরকার
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বিধাননগর কলেজ, কলকাতা, ভারত

Abstract:

Surrogacy has brought a revolution in human society. It has successfully removed pain and sorrow of childless couples and individuals. Though surrogacy has great positive impact on the society, it has become centre of controversy as well. Questions have been raised by human rights activists and feminist organizations regarding exploitation of surrogate mothers and intended women at the same time in multiple occasions.

But we can't generalize this exploitation theory on the basis of some isolated events. It is hard reality that surrogate mothers are deprived or exploited by intended party or any surrogacy agency or individual agents in some situations. And intended women are also exploited or blackmailed by surrogate mothers too but simultaneously it is also true that in commercial surrogacy, surrogate mothers are getting fair opportunities to earn handsome figure with respect and these earnings are empowering them and making them self-sufficient and economically independent. At the same time surrogate mothers who come from majorly marginalized society, they get self-respect and own identity in the society. They find themselves relevant in the main stream society.

On the other side, surrogacy is enabling intended women to choose a better happy life instead of facing eternal pain and sorrow of infertility. Now being infertile is not synonymous to childlessness anymore. Even lesbian couples, single women and transgender are also getting empowered to feel motherhood with the blessing of surrogacy.

Misdeeds or malpractices are common scenarios in each and every field of work in the society. But it doesn't make any sense to blame this noble parenthood alternative for any negative practice related to it. We need to be in the process, to keep the process flawless.

Keywords: Surrogate Mother, Single parents, Human Reproduction, Womb Rent, Altruistic Surrogacy, Commercial Surrogacy, Women empowerment

ভূমিকা: পৃথিবীর এই সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে নানান বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বিবর্তন যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে তাকে সময়ের সাথে সাথে লড়ার উপযুক্ত করে

তোলে অর্থাৎ সে সময়োপযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু বিবর্তনের সাথে সাথে সকল সমস্যা বা সকল জটিলতাই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। কার্যকারণ সম্পর্কের সমীকরণ মেনে বলা চলে, এই সমস্ত সমস্যাগুলির কিছু কারন থাকেই এবং সেই কারণগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারলে তার সমাধান করাও সম্ভব হতে পারে। প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানবজীবনেও নানান সুবিধা-অসুবিধা এবং সমস্যা বর্তমান। এমনই এক সমস্যা, যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা হল প্রজননগত সমস্যা। সন্তানহীনতার সমস্যা যেমন মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে তেমনি তার সমাধানের নানান পথও ভাবনা-চিন্তা এবং গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করে চলেছে।

কিন্তু সব সময় মাতৃত্ব এবং সন্তান উৎপাদন - এই সম্পর্ক স্বাভাবিক নিয়মে চলে না। বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার কারণে বন্ধ্যাত্বের মতো সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু এই সমস্যা চিরস্থায়ী নয়। এই সমস্যার চিকিৎসা সম্ভব। যে কোনো সমস্যারই মূল কারণ খুঁজে পেলে তা সমাধান করা যেমন সম্ভব এবং সহজসাধ্য হতে পারে, এই ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকমভাবে সমাধানযোগ্য বলা যায়। সন্তানহীনতা একটি সমস্যা, যার পেছনে উপযুক্ত কারণ বর্তমান এবং সে সমস্যার সমাধানও সম্ভব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিনা কারণে কোন কিছু ঘটেনা। তাই কারণ এর সন্ধান পেলে সেটির বিনাশে যেমন কার্যের বিনাশ সম্ভব হয়; একইভাবে মাতৃত্বহীনতার কারণসমূহের বিনাশে মাতৃত্বহীনতা দূর করাও সম্ভব হয়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে কোনোভাবেই তা সম্ভব হয়না, সেই সব ক্ষেত্রেই বিকল্প মাতৃত্বের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ সকল রকম প্রচেষ্টাই যখন স্বাভাবিকভাবে সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হয় তখনই বিকল্প পথের সাহায্য নেওয়া হয়।

বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যতম উপহার হ'ল আই.ভি.এফ.(I.V.F.) পদ্ধতি এবং প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের (Surrogacy) পন্থা। আই.ভি.এফ.(I.V.F.) অর্থাৎ ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (In Vitro Fertilization) পদ্ধতিতে দম্পতিদের শুক্রাণু এবং ডিম্বানু সংগ্রহ করে গবেষণাগারে কৃত্রিম পদ্ধতিতে ভ্রূণের সৃষ্টির প্রথম ধাপের কাজ করে, সেই ভ্রূণটিকে মাতৃগর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়, যাকে আমরা 'টেস্ট টিউব বেবি"(Test Tube Baby) বলি। এই পদ্ধতির প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক যৌন মিলনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনে বাধা আসে। এই ক্ষেত্রে শারীরিক ত্রুটি বা খামতি উভয়েরই থাকতে পারে, আবার যে কোনও একজনেরও থাকতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর জরায়ুর অবস্থা স্বাস্থ্যকর থাকলে তবেই গবেষণাগারে তৈরী ভ্রূণ তাঁর গর্ভে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু যখন স্ত্রীর জরায়ুতে অস্বাভাবিকতা থাকে, তখনই প্রয়োজন হয় জরায়ু বা গর্ভ ভাড়া (Womb Rent) নেওয়ার, যাকে আমরা বলি সারোগেসি বা প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব।

সারোগেসি শব্দের অর্থ:

পঞ্চদশ শতাব্দীতে লাতিন শব্দ "Surrogatus" থেকে "Surrogate" এবং "Surrogacy" শব্দের উৎপত্তি। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো- 'অন্য কারোর জায়গায় রাখা' অথবা "বিকল্প'। 'প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব' এই শব্দ বন্ধটির মধ্যেই বিষয়টির সংজ্ঞা লুকিয়ে আছে। এই 'বিকল্প মাতৃত্বে'র পদ্ধতিতে একজন নারী মায়ের প্রতিনিধি হিসেবে মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকেন। যখন এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রীর জরায়ুতে কোন জটিল সমস্যা বা অস্বাভাবিকতা থাকে যার ফলে তিনি নিজের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে পারেন না, এমন অবস্থায় অন্য একজন নারীর গর্ভ ভাড়া নেওয়া হয়। এই

পদ্ধতিতে স্বামীর শুক্রাণু এবং স্ত্রীর ডিম্বাণুকে সংগ্রহ করে গবেষণাগারে ভ্রূণের প্রাথমিক স্তর তৈরি করে তা প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের গর্ভে স্থাপন করা হয় এবং সেখানেই ভ্রূণটি পূর্ণতা লাভ করে এবং তার জন্ম হয়। স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছু সংখ্যক দম্পতি পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পথ বেছে নেন। এছাড়া ভিন্ন কারণেও প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। যেমন- সমকামী দম্পতিদের ক্ষেত্রেও পথ এটাই। অন্যদিকে যাঁরা একাকী পিতা বা মাতা (Single Parent) হতে চান অবিবাহিত থেকে, তাঁদের জন্যেও প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হতে পারে।

প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের (Surrogacy) পদ্ধতিতে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন হচ্ছে নাকি নারী শোষণের এটি একটি হাতিয়ার, সে বিষয়ে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ নারীবাদীরা এবং মানবাধিকারবাদীরা বারংবার প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পন্থায় নারী-শোষণের অভিযোগ এনেছেন। এমনকি মানবাধিকারবাদীরা এই পদ্ধতির অবসানের দাবিও জানান। তাই এই গভীর গবেষণার মাধ্যমে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষেই নির্দিষ্টভাবে এই পন্থাটিকে ক্ষমতায়ন বা শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কিনা? প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের বিষয়টিকে নারীর শোষণ হিসাবে সামাণ্যীকরণ করা সম্ভব নয়, পরিস্থিতির নিরিখে তা বিচার্য।

Surrogacy (প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব) এরূপ একটি বিকল্প, যেটির সাহায্যে সন্তানহীন দম্পতিরা সন্তানলাভ করতে পারেন। মানবজাতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল জন্মের আকাঙ্ক্ষা। দুঃখজনক হলেও, অনেক সময় জৈবিক বা অন্য কোন কারণে স্বামী স্ত্রী সন্তানহীন হয়ে পড়েন। তবে প্রজনন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে এই প্রতিবন্ধকতা অনেকখানি দূর হয়েছে, একথা বলা যায়। সারোগেসি একটি শিশুকে এই পৃথিবীতে আনার জন্য পছন্দসই পদ্ধতি হিসেবে বিকশিত হয়েছে। নিঃসন্তান দম্পতিদের পিতৃত্ব-মাতৃত্বের আনন্দ উপভোগ করার জন্য আদর্শ কৌশল হিসেবে ভারতে সারোগেসি প্রচলন হয়েছে। অবশ্য মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে কতকগুলি নৈতিক বিষয় যেমন, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, জন্মগত স্বাধীনতা, মর্যাদার অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, মানবদেহের বাণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি এই পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত। এর থেকে উদ্ভূত বিতর্কিত এবং নৈতিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সারোগেসি সারাবিশ্বে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশেষ করে যেখানে দত্তক নেওয়া যায় না, সেখানে সারোগেসি একমাত্র উপায় হতে পারে।

কি কি কারণে সারোগেসি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়?

সারোগেট মাদার বা প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব হল সেই ধরনের জন্মদাত্রী গর্ভধারিনী মা, যাঁরা অন্যের হয়ে গর্ভধারণ করেন এবং শিশুর জন্ম হলে অর্থের বিনিময়ে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ না নিয়ে তাকে তুলে দেন সন্তানকামী দম্পতির হাতে। একজন দম্পতি বিভিন্ন কারণে সারোগেসির সাহায্য নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল, মহিলা বন্ধ্যাত্ব (Female infertility)। এই বন্ধ্যাত্বের কারণ গুলির মধ্যে জরায়ু এবং ডিম্বাশয় অপসারণ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য কারণ গুলির মধ্যে বলা যায়, বয়স্ক বা অকাল মেনোপজ (Premature menopause), রাসায়নিক বা যান্ত্রিক গর্ভনিরোধের প্রভাব, যৌন রোগের প্রভাব এবং স্বতস্ফূর্ত এবং প্ররোচিত গর্ভপাত। এছাড়াও অ্যালকোহল, তামাক সেবন এবং অবৈধ ড্রাগ ব্যবহারের এর ফলে অনেক সময় কোন মহিলা গর্ভধারণ করতে সমর্থ হন না। শারীরিকভাবে গর্ভধারণে তিনি অক্ষম

হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় একটি বিকল্প হিসেবে সারোগেট মাদার বা প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

শুধু যে সন্তানহীন দম্পতিদের কোন একজনের শারীরিক অক্ষমতার জন্য তাঁরা নিঃসন্তান, এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, যে সব মহিলারা ঘরে-বাইরে ব্যস্ত, যাঁরা নিজেদের শরীর ও চেহারা সম্পর্কে সচেতন বা নিজেদের পেশা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁরা এই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির আশ্রয় নেন। আরোও বিতর্কিতভাবে বলা যায়, সমকামী দম্পতিরা (Homosexual) সন্তান পেতে চাইলে সারোগেসি একটি বিকল্প হতে পারে। সারোগেট মা বা প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের মাধ্যমে একটি শিশু পাওয়া একটি সহজ ও সরল প্রক্রিয়া। একজন দম্পতি যদি মনে করেন একজন সন্তান দত্তক নেবেন তাহলে তাকে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং জটিল নির্বাচন প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু সারোগেসি পদ্ধতিতে একটি সুবিধা হল, শিশু জৈবিকভাবে প্রাকৃতিক পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশু পিতা মাতার সাথে সম্পর্কিত নয়। নতুন প্রযুক্তি এবং জৈবিকভাবে সম্পর্কিত একটি পদ্ধতি হিসাবে সারোগেসি সন্তানহীন দম্পতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পন্থা নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করার কথা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা করলেও, তা কোন্ কোন্ পন্থায় সম্ভবপর হচ্ছে সেটিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমরা এই পর্যায়ে সেটিই আলোচনা করবো।

প্রথমতঃ একজন নারীকে তাঁর নিজের শরীরের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করে প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পদ্ধতি। একজন নারী নিজে সন্তান সুখ লাভ করার জন্য, একজন নারী মাতৃত্বের অনুভূতি এবং একজন পুরুষ পিতৃত্বের অনুভূতি লাভ করার জন্য এবং নিজ বংশ রক্ষার জন্য একজন প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের সাহায্য নিতে পারেন। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে একজন নারী তাঁর জীবনে কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তাধীন। একজন সারোগেট মা যেমন কার জন্য প্রতিনিধিত্ব করবেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন মুক্তভাবে, অপরদিকে সন্তানকামী নারীও কোন্ পদ্ধতিতে তাঁর কাম্য সন্তান লাভ করবেন, সেই সিদ্ধান্তও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিতে পারেন পরিবারের পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রতিনিধিত্বকারী মা, সন্তানকামী মা – উভয়ের প্রসঙ্গেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ একজন প্রতিনিধিত্বকারী মা নিজের পছন্দের কাজটিও অব্যাহত রাখতে পারেন। অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবনের যে পেশা বা একজন গৃহবধু (House Wife) নিজের পরিবারের অন্যান্য ভূমিকা অব্যাহত রেখেও, প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁর গর্ভাবস্থাকালীন সময়ের সমস্ত রকম চিকিৎসা ও সেবাযত্নের ব্যয় সন্তানকামী দম্পতিরা বহন করেন। এটি একটি অতিরিক্ত আর্থিক প্রাপ্তি যা একজন প্রতিনিধিত্বকারী মা নিজের আবেগের সাথে এবং শারীরিকভাবে এই পদ্ধতির সাথে যুক্ত থাকার জন্য কম্পেন্সেশন (Compensation) পেয়ে থাকেন। এটি অবশ্যই আর্থিক নিশ্চয়তা ও স্বাধীনতা এনে দেয়। অর্থহীনতা মানুষের আত্মসম্মানকে আঘাত করে। মানুষকে সমাজে এবং পরিবারের মধ্যেও আপোস করতে বাধ্য করে আত্মসম্মানের বিনিময়ে। আর্থিক দীনতা মুক্ত হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পদ্ধতিতে একজন সারোগেট মা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে পরিবারের মধ্যে নিজের মত প্রকাশের এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এর ফলে তিনি আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা (Dignity of Life) ফিরে পান।

তৃতীয়তঃ প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী মা - কেই নয়, চুক্তিবদ্ধ দম্পতি কেও ক্ষমতায়িত করে। যখন কোন নারী প্রজননগত অনুর্বরতার কারণে সন্তান ধারণ করতে পারেন না, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের সাহায্য নিয়ে সন্তান লাভের সুযোগ তিনি পান। অর্থাৎ এই পদ্ধতি একজন সন্তানকামী নারী ও অপরদিকে একজন প্রতিনিধিত্বকারী মা উভয়ের ক্ষমতায়নের এক পথ। এখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট পক্ষই একমাত্র লাভবান হচ্ছেন না, উভয়েই হচ্ছেন। যে নারী সন্তানহীনতায় কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁর কষ্ট কেবলমাত্র নিজ মনের ভিতরের নয়, তাঁর পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের তাঁর প্রতি বিরূপ আচরণ কষ্টের বাড়তি কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক। ভারতীয় সমাজে একজন নারীর বন্ধ্যাত্ব তাঁর পারিবারিক নানারকম কল্যাণকর অনুষ্ঠান, আচার বা রীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও অযোগ্যতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি একই পরিবারে থেকেও অপাংক্তেয় হয়ে পড়েন। প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব এই এরকম পরিস্থিতিতে একজন নারীকে অহেতুক অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করে। সামাজিকভাবে আজীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বেদনা থেকে তিনি মুক্তি পান এবং এক স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার সুযোগ পান সুস্থ মন নিয়ে।

চতুর্থতঃ বর্তমান সমাজে সমকামী নারীরাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন আইন মেনেই এবং স্বভাবতঃই তাঁরা সন্তান কামনাও করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব তাঁদের কাছে এক বিকল্প পথ হতেই পারে। অবশ্য ভারতবর্ষের মতো দেশে, যেখানে ঐতিহ্যবাহী কিছু বদ্ধমূল চিন্তাধারা বহনকারী সমাজব্যবস্থায় সমকামিতা নিজেই এক অস্বস্তিকর বিষয়। যদিও তা আইনের সম্মতি লাভ করে তথাপি সাধারণ মানুষ তা মানসিকভাবে গ্রহণ করতে অপারগ। এর ওপর যদি দুই সমকামী নারী আইনি পথেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং অন্য এক বিকল্প মাতৃত্বের পদ্ধতি আই.ভি.এফ.-এর মাধ্যমে সন্তান লাভ করতে চান, সে ক্ষেত্রে তাঁদের সমাজের ভ্রুকুটির সম্মুখীন হতে হয়-ই। কারণ আজও সমাজের অধিকাংশ মানুষ এটাই বিশ্বাস করতে পারেন না যে কেবলমাত্র আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রযুক্তিগতভাবে গর্ভধারণ করা সম্ভব, কোন রকম প্রত্যক্ষ যৌন মিলন ব্যতিরেকে। যখন এক সমকামী দম্পতিদের মধ্যে কোন এক জন নারী অন্তঃসত্ত্বা হবেন,তখন সামাজিকভাবে তাঁকে 'চরিত্রহীনা' বলে আখ্যা দিতে পারে। সেই দিক থেকে বিচার করলে প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পদ্ধতি এক নারীকে অপ্রয়োজনীয় এই অস্বস্তিকর এবং অপমানজনক পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে এবং সেই নারী সসম্মানে নিজ জৈবিক সন্তান লাভ করে আত্মসম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারেন।

পঞ্চমতঃ বর্তমান সময়ে নারী-পুরুষ উভয়েই বাইরের জগতে সমানভাবে ব্যস্ত। এমনকি নারী আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীতেও সরাসরি যুক্ত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। এমন নানান জটিল এবং সময় সাপেক্ষ পেশার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই একজন নারী নয়-দশ মাসের বা আরো বেশি কিছু সময়ের ছুটি সবসময় পেতে পারেন না। আবার বিশেষ কিছু পেশা, যেমন মডেলিং - অভিনয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে সন্তান ধারণ সম্ভব হয়ে ওঠে না অনেক নারীর জীবনেই। কারণ, গর্ভধারণের পরে তা শরীরের ওপর কিছু বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই সকল পরিস্থিতিতে নিজের পেশা এবং স্বপ্নকে অটুট রেখেও নারীত্বের অপর এক স্বপ্ন, সন্তান লাভও সম্ভবপর হয়েছে প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পদ্ধতির মাধ্যমে। অর্থাৎ আজকের দিনে একজন নারীকে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই দেখা হয় না, প্রযুক্তি এই ধারনার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

বাণিজ্যিক সারোগেসির ক্ষেত্রে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতা অনেক বেশী মজবুত হলেও এই পদ্ধতিতে শোষণের দৃষ্টান্তও কম নয়। সে কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো ভারতবর্ষেও এই পদ্ধতির পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে বাণিজ্যিক সারোগেসি ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে খুব কম সময়ের মধ্যে আর্থিক দিক থেকে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া নারীদের মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে অনেকটাই আর্থিক দৃঢ়তা দিতে সক্ষম। তাই বাণিজ্যিক সারোগেসির যে সকল ত্রুটিপূর্ণ দিক আছে, যা নারীর ক্ষমতায়নের অপেক্ষা শোষণকে বেশি ত্বরান্বিত করে,সেই সকল পদ্ধতির ওপর সরকারি কড়া নজরদারি থাকলে আর্থিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি ভারতীয় নারীদের জন্য সুনিশ্চিত হতে পারে।

কল্যাণময় বা পরোপকারী সারোগেসির ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের সাথে যোগ হয় আত্মিক দিকটিও। এখানে আর্থিক লেনদেন অপেক্ষা আত্মিক হৃদয়ের আবেদন অনেক বেশি গভীর কারণ, এক্ষেত্রে পরিবারের কোনো সদস্যা প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেন।

কল্যাণময় বা পরোপকারী সারোগেসি পরিবারের মধ্যে নারী ক্ষমতায়নের এক অন্য দিগন্ত খুলে দিতে সক্ষম হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে। কল্যাণময় সারোগেসির ক্ষেত্রে যে নারী সারোগেট মায়ের ভূমিকা পালন করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেতে পারে যে তিনি সন্তানকামী দম্পতিদের প্রতি কেবলমাত্র আবেগ তাড়িত হয়েই বা সহানুভূতিশীল হয়েই এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। সারোগেসি পদ্ধতি এক্ষেত্রে একজন নারীকে তাঁর আবেগ-অনুভূতিজনিত এক পরিতৃপ্তি প্রদানে সমর্থ হচ্ছে। আবেগজনিত এই প্রাপ্তিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবেগজনিত পরিতৃপ্তি একজন মানুষকে অন্তর থেকে ক্ষমতাশালী করে তোলে, আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং এই সমাজে ও সেই নারীর ব্যক্তিগত পরিবারেও তাঁর নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। তাঁর অস্তিত্বের যে একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে তা তিনি নিজেও সম্যকভাবে অনুভব করতে পারেন।

অপরদিকে সন্তানকামী এক নারী নিজের পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে অপমান ও লাঞ্ছনার কারণে তৈরী হওয়া হীনমন্যতা বুকে নিয়ে জীবনযাপন করছিলেন, তিনিও সারোগেসি পদ্ধতির মাধ্যমে সেই হীনমন্যতার অন্ধকার থেকে পরিত্রান পাওয়ার আলো খুঁজে পেতে পারেন। তিনিও সন্তানহীনতার কারণে যে পরিবারের মধ্যে অপাংক্তেয় বা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন, সারোগেসি পদ্ধতির মাধ্যমে সেই পূর্ববর্তী নেতিবাচক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং তিনি একজন নারী এবং সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে পূর্ণ আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে জীবন যাপন করতে পারেন।

সারোগেসি পদ্ধতিতে নারী ক্ষমতায়ন বিষয়টিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিচার-বিশ্লেষণের পরে এই পর্বে তার কিছু বৈপরীত্যের প্রতি আলোকপাতের চেষ্টা করবো।

নারীর সামাজিক স্বাধীনতা, আর্থিক স্বাধীনতা, শিক্ষাগত স্বাধীনতা, নারীর চেতনার স্বাধীনতা প্রভৃতি একবিংশ শতাব্দীতে অবশ্যই অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত। শতাব্দী প্রাচীন বঞ্চনা এবং অবদমনের কবল থেকে নারী আজ অপেক্ষাকৃত অনেকটাই মুক্ত। তবে অবশ্যই এখনো দীর্ঘ পথ চলা বাকিনারীর ক্ষমতায়নের যে বেশ কিছু বিকাশ প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পদ্ধতির হাত ধরে ঘটেছে, তা অনস্বীকার্য। তবে একই সাথে সমান্তরালভাবে কিছু বিপরীত ছবিও সমাজে এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিবারের অন্দরমহলেও ধরা পড়ে।

প্রথমত: বাণিজ্যিক সারোগেসি হোক অথবা কল্যাণময় বা পরোপকারী সারোগেসি, উভয় ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকভাবে একজন নারী স্বতস্ফূর্ত মনে প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন তা কিন্তু নয়। যেহেতু প্রতিনিধিত্বকারী মায়েদের সিংহভাগই আসেন সমাজের আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে, সে কারণে পারিবারিক আর্থিক প্রয়োজনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা একজন প্রতিনিধিত্বকারী মাকে এই পদ্ধতির দিকে ঠেলে দেন।

আবার কল্যাণময় সারোগেসির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, যদিও সেখানে আর্থিক লেনদেন সেই অর্থে ঘটছে না তথাপি কোন আত্মীয় সর্বদাই নিজ মনের তাগিদে প্রতিনিধিত্বকারী মা হতে এগিয়ে আসেন, এমনটি সবসময় বলা যায় না, যেহেতু আর্থিক স্বাধীনতার অভাবে পরিবারের মধ্যে নারীর বক্তব্যের কোন গুরুত্ব সেই অর্থে থাকে না, এই সুযোগের অপব্যবহার করে নিজেদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নারীকে নানান ভাবে ব্যবহার করে থাকতে পারেন বা তাঁদের ওপর বল প্রয়োগও করতে পারেন। যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব পরিবারের মধ্যে হয় যে কোন আর্থিক দিক থেকে বলীয়ান দম্পতি সন্তান কামনা করছেন এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে থেকেই কোন নারী সদস্যের প্রয়োজন প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের ভূমিকা পালনের জন্য, সে ক্ষেত্রে তিনি সেই নিকট আত্মীয়ের ওপর বল প্রয়োগ করতে পারেন। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এই সন্তানকামী দম্পতিদের পক্ষ নেন কারণ, পরিবারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো আর্থিকভাবে বলীয়ান সদস্যদের পক্ষ গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত: একজন নারী স্বাধীনভাবে নিজ শরীরের ব্যবহার যেকোন পন্থায় করতে পারেন কিনা সে বিষয়েও নানান নৈতিক প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে। একজন মানুষের স্বতন্ত্র যেমন এক সত্ত্বা আছে তেমনি তিনি একটি সমাজেরও সদস্য। স্বতন্ত্র সকল মানুষের সমষ্টির নামই হলো সমাজ। তাই সমাজ বন্ধনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের সমপরিমাণ দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। যদি কোন নির্দিষ্ট মানুষের বা গোষ্ঠীর স্বাধীনতা সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী হয় সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ নাকি সমগ্র সমাজ কার স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে তা বিবেচনার বিষয়।

তৃতীয়ত: একজন প্রতিনিধিত্বকারী মা এই পরিষেবা প্রদানের বিনিময়ে কম্পেন্সেশন (Compensation) হিসেবে অর্থ পাচ্ছেন মানেই সেই অর্থের ওপর তাঁর অধিকার বা সেই অর্থ নিজের পছন্দ অনুসারে ব্যবহারের স্বাধীনতা তাঁর আছে, তা কিন্তু সব সময় সত্য নয়। সমাজের আর্থিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া নারীরা, যাঁরা প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের ওপর স্বামীদের প্রভাব থাকতে পারে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম অধিকার ও মর্যাদা সর্বক্ষেত্রে পান না। অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের পদ্ধতি সামগ্রিকভাবে ক্ষমতায়নের নামান্তর তা নির্দ্বিধায় বলা অসম্ভব। বিষয়টি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

চতুর্থত: আর্থিক স্বনির্ভরতা যে সব সময়ই পরিবারের মধ্যে নারীর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম, তা নয়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা অনেক সময়ই আর্থিক স্বাধীনতার ওপরে প্রভুত্ব করে। সমাজে অনেক পরিবারেই দেখা যায় যেখানে নারীরা অর্থ উপার্জন করছেন এবং সংসার খরচের অধিকাংশ ভার বহন করছেন এবং স্বামী বা পুরুষ সদস্য সেই অর্থে গুরুত্বপূর্ণ উপার্জন করেন না, তৎসত্ত্বেও স্ত্রীর ওপর তাঁর আধিপত্য কায়েম

রেখেছেন কেবলমাত্র পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা মাধ্যমে। আর্থিক স্বাধীনতার সাথে সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন খুবই প্রয়োজন। প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্ব স্বল্প সময়ে কিছুটা আর্থিক সাহায্য করতে সক্ষম হলেও, তা কিন্তু চিরস্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি নয়।

পঞ্চমতঃ দীর্ঘ সময় ধরে পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের ফলে নারী জাতি নিজেদের এক স্ব-সম্মোহনের আওতায় আটকে ফেলেছেন, যেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁরা এখনো মুক্তি পাননি মানসিকভাবে। বিশেষতঃ সমাজের যে বর্গের নারীরা প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বের ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন তাঁদের কাছে এই ধারণা বা চেতনা অস্তিত্বহীন। ফলে আর্থিক স্বনির্ভরতার সাথে সাথে যে পরিবারের মধ্যে নিজের বক্তব্য স্থাপন বা নিজের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার কায়েম করা যায়, সেই বিষয়ে তাঁরা অবগতই নন। কোন কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা এবং স্বামীর হাতে তুলে দেওয়াটা তারা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন, এর সাথে নিজের স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার কোনো যোগ আছে বলে তাঁরা ভাবতেই পারেন না।

উপরোক্ত কিছু বৈপরীত্য মেনে নিয়েও সবশেষে একথা বলা যায় যে, কোনো পদ্ধতি সর্বাঙ্গীন ত্রুটিমুক্ত হয় না; বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু তাসত্ত্বেও সেই পদ্ধতির ইতিবাচক দিকগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেদিক থেকে সারোগেসি পদ্ধতিতে নারির ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারিনা।

উৎস নির্দেশ:

১। https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/what-it-means-to-be-a-woman-in-the-indian-economy-today/ (Visited on February 18; 2021)

২। *The Constitution of India*; Government of India Ministry of Law And Justice; (Legislative Department), November 9, 2015, p.9

৩। De Beauvoir, Simone. *The Second Sex: (Vintage Feminism Short Edition);* Paperback 23March 2015_, p.25 - 32

৪। Brandel, Abby. *Legislating Surrogacy: A Partial Answer to Feminist Criticism* Maryland Law Review, 1995, p.492

৫। Shapiro, Julie. *For a Feminist Considering Surrogacy, is Compensation Really the For a Feminist Considering Surrogacy, is Compensation Really the Key Question?* Seattle University School of Law Digital Commons, 2014, p.1357

৬। Shultz, Maijorie Maguite. *Reproductive Technology and intension-based parenthood:* 1990, p. 304

৭। Majumdar, Anindita. *The Rhetoric of Choice: The Feminist Debates on Reproductive Choice in the Commercial Surrogacy Arrangement in India*, Gender, Technology and Development, 2014, p. 275-301

৮। Orfali, K &. Chiappori, P. A. *Transnational Gestational Surrogacy: Exploitative or Empowering?* The American Journal of Bioethics,2014, p.33-34